বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম্

গঠনতন্ত্র ও সংবিধান

১। ভূমিকা ঃ

বিশ্ব স্রষ্টা পরম করুনাময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন এর অসীম অনুগ্রহে স্থানীয় সর্বস্তরের ধর্ম প্রাণ মুসলিম জনসাধারনের কায়মানবিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে **"বাংলাবাজার এতিমখানা"** নামে একটি ধর্মীয় মহৎ প্রতিষ্ঠান নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানাধীন ৩নং জিরতলী ইউনিয়নের বাংলা বাজারের বারইচতল গ্রামের ফরাজী বাড়ীর মরহুম আবদুস সামাদ ফরাজী সাহেবের ওয়ারিশদের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সদ্য প্রতিষ্ঠিত এই এতিমখানায় প্রতিবন্ধিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুর্নবাসন এবং সাধারন শিক্ষার পাশাপাশি কুরআন হেফজ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

২। প্রতিষ্ঠানের নাম করন ঃ বাংলাবাজার এতিমখানা।

৩। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ বারইচতল, ডাকঘর ঃ বাংলাবাজার, থানা ঃ বেগমগঞ্জ, জেলাঃ নোয়াখালী।

৪। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মূলনীতি ঃ-

ক) অনাথ, অসহায় সম্বলহীন প্রতিপালন।
খ) ইসলামী মতাদর্শে চরিত্র গঠন।
গ) সম্পূর্ণ ধর্মীয় চেতনার শিক্ষায় আধুনিকীকরন।
ঘ) পবিত্র কুরআন হেফজ শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা এবং স্বাবলম্বী ও কর্মজীবী করে গড়ে তোলা।

৫। প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন এলাকা ঃ

প্রাথমিক ভাবে নোয়াখালী জেলা। পরবর্তীতে নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সম্প্রসারন করা যাইবে।

৬। সংবিধান ঃ

ধারা নং- (১) প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও আদর্শ ঃ

উপধারা ঃ-

১) সহায় সম্বলহীন মুসলমান এতিম বালক/বালিকাদের প্রতিষ্ঠানে ভর্তির মাধ্যমে সকলের অভিভাককত্ব নেওয়া।

২) সন্তান সুলভ আচরণ ও স্নেহ শীলতায় তাদেরকে শিক্ষিত ও আদর্শবান কর্মপোযোগী না হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালনের নিশ্চয়তা প্রদান করা।

৩) সুশিক্ষা দানের পাশাপাশি প্রত্যেকটি শিশু সন্তানকে সাবলম্বী ও কর্মজীবী করে গড়ে তোলার স্বীকৃতি প্রদান।

৪) ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সাধারন জ্ঞানের আলোকে তাদের হৃদয় থেকে নিরক্ষরতার অন্ধকার দূরীভূত করা।

৫) প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে বৃত্তিমূলক ব্যবস্থা চালু করা, যেমন ঃ-

শিক্ষা ঃ-

ক) কৃষি ভিত্তিক শিক্ষা।
খ) কারিগরি শিক্ষা।
গ) হস্ত ও কুটির শিল্প শিক্ষা।
ঘ) দর্জি বিজ্ঞান শিক্ষা।
ঙ) মুদ্রাক্ষরিক /সাঁটলিপি শিক্ষা।
চ) কুরআন হেফজ শিক্ষা ইত্যাদি।

আদর্শ ঃ

ক) আর্থিক উন্নয়নে/উপার্জনে পারিবারিক, সামাজিক জীবনের সর্ব স্তরে ইসলামী জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ করা।

খ) পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সমন্বয় কুসংস্কার ও অসামাজিক, অশালীন/অশ্রাব্য ক্রিয়া-কলাপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা এবং সাধ্যমত ইসলামী মতাদর্শ অনুসারে পরিচালিত করা।

গ) স্বীয় জীবন প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে উপার্জন ও সহাবস্থানের প্রতিক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষার আলোকে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার আদর্শে আদর্শবান হওয়া।

ঘ) মোট কথা সর্ব সাকুল্যে ইহা একটি অরাজনৈতিক ও ইসলামী জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠান।

ধারা নং (২) সদস্য পদ নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে লাভ করা যাইবে ঃ-

উপধারা ঃ

১) যে কোন ধর্ম প্রাণ মুসলমান ভাই প্রতি মাসে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা হিসাবে চাঁদা প্রদান করিয়া প্রাথমিক পর্যায়ে সাধারন সদস্যপদ লাভ করিতে পারিবেন।

২) প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে সদস্যগনকে সার্বক্ষনিক দায়িত্ব পালন করিতে বাধ্য থাকিতে হইবে।

৩) সদস্যগনকে অত্র প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কল্পে গঠনতন্ত্রের নীতিমালা মানিয়া চলিতে হইবে।

ধারা নং- (৩) সদস্যদের মৌলিক স্তর বিন্যাস ঃ

উপধারা ঃ মৌলিক গঠনতন্ত্রের সদস্যগনকে ৪টি স্তরে বিন্যাস করা হইবে।

ক) সাধারন সদস্য।
খ) দাতা সদস্য।
গ) উপদেষ্টা পরিষদ।
ঘ) কার্যকরী পরিষদ।

ধারা নং- (৪) স্তর ভিত্তিতে বিন্যস্ত সদস্যগনের পরিচিতি ও তার নীতিমালা ঃ

উপধারা ঃ

ক) সাধারন সদস্য ঃ-

১) তিনি প্রতিষ্ঠানের একজন অঙ্গ সংগঠক হিসাবে মাসে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা চাঁদা মাসান্তে নিয়মিত ভাবে প্রদান করিয়া যাইবেন।

২) প্রতি বছর বার্ষিক সাধারণ সভায় উক্ত টাকার চুড়ান্ত হিসাব পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

৩) প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের লক্ষ্যে যে কোন প্রযুক্তি বা পরামর্শ সাধারণ সভায় পেশ করিতে পারিবেন এবং উক্ত প্রযুক্তি বা পরামর্শ গ্রহন যোগ্য হইলে তাহা কার্যকরী পরিষদের সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সাদরে গৃহিত হইবে।

৪) প্রতি বছর বার্ষিক সাধারণ সভায় আয় ব্যয়ের চুড়ান্ত হিসাব পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

৫) কোন সাধারণ সদস্য গঠনতন্ত্র ও রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করিলে, আদালত কর্তৃক দন্ডীত হইলে কিংবা পাগল অথবা মৃত্যুবরণ করিলে এবং এই সংস্থায় চাকুরী গ্রহন করিলে সদস্যপদ বাতিল হইবে।

খ) দাতা সদস্য ঃ-

গ) উপদেষ্টা পরিষদ ঃ-

১) এই পরিষদে মাত্র ৯ (নয়) জন সদস্য থাকিবেন।

২) সাধারণ সদস্যদের মধ্যে উপস্থিতিতে সর্ব সম্মতিক্রমে ইলেকশন বা সিলেকশনের মাধ্যমে উক্ত পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইবেন। তাহারা কার্যকরী সদস্যগনের বহির্ভূত থাকিয়া নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন।

৩) যে কোন জটিল সমস্যার মোকাবেলায় সু-পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে অংশগ্রহন করিবেন।

৪) বছরান্তে বিগত বছরের আয়-ব্যয়ের চুড়ান্ত হিসাব যথার্থই পর্যবেক্ষন করিতে পারিবেন।

ঘ) কার্যকরী পরিষদ ঃ-

১) এই পরিষদে সর্ব সাকুল্যে ৯ (নয়) জন সদস্য থাকিবেন।

২) প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যাবলি পরিচালনার দায়িত্ব এই পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

৩) এই পরিষদের সদস্যগনকে নিম্নবর্ণিত পদ মর্যাদায় বিন্যস্ত করা হইবে।

ক) সভাপতি	১ জন
খ) সহ-সভাপতি	১ জন
গ) সাধারণ সম্পাদক	১ জন
ঘ) সহ-সাধারণ সম্পাদক	১ জন
ঙ) কোষাধ্যক্ষ	১ জন
চ) সদস্য	৪ জন

ধারা নং- (৫) কার্যকরী পরিষদ গঠন ঃ-

উপধারা ঃ

১) কার্যকরী পরিষদ ৭টি স্তরে বিন্যাস্ত পদ মর্যাদায় সর্বমোট ৯ (নয়) জন সদস্য ইহার অন্তর্ভূক্ত থাকিবে।

২) সদস্য পদের প্রার্থীগণ নির্বাচন কমিশনের বরাবরে তাদের নমিনেশন পত্র পেশ করিবেন এবং নির্বাচন কমিশন তাহা গ্রহন যাচাই বাছাই, প্রত্যাহার ও বাতিল সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি তদারক করিবেন।

৩) কেবলমাত্র নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচিত প্রার্থী পদেই কার্যকরী পরিষদের সদস্যভুক্ত হইতে পারিবেন।

৪) উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগন ছাড়া অন্যান্য দাতা ও সাধারণ সদস্যদের মধ্য হইতে কার্যকরী পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন।

৫) নির্বাচন অনুষ্ঠানে দাতা সদস্য ও সাধারণ সদস্যদের মধ্য হইতে দুই তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকিয়া গণভোটে অথবা সিলেকশনের মাধ্যমে কার্যকরী পরিষদ গঠিত হইবে।

৬) কোন পদে একজন প্রার্থী থাকিলে নির্বাচন কমিশন উক্ত পদের জন্য তাহাকে নির্বাচত সদস্য বলিয়া ঘোষনা করিবেন।

৭) নির্বাচন কালে একাধিক প্রার্থী যদি সম-পরিমান ভোট পান তাহলে নির্বাচন কমিশন লটারীর মাধ্যমে উক্ত পদের সদস্য নির্বাচন করিবেন।

ধারা নং- (৬) উপদেষ্টা পরিষদ গঠন নীতি ঃ-

উপধারা ঃ

১) কার্যকরী সদস্যদের বাহিরে যে সকল দাতা ও সাধারণ সদস্য থাকিবেন তাহাদের মধ্য হইতে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিতে হইবে।

২) নির্বাচন কমিশন যে নিয়ম অনুযায়ী কার্যকরী পরিষদ গঠন করিবেন ঠিক সেই নিয়ম অনুযায়ী উপদেষ্টা পরিষদও গঠনের সার্বিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

৩) কার্যকরী পরিষদ গঠনের পরে একই নীতিমালা অনুসারে প্রার্থী পদের নমিনেশন পত্র গ্রহন যাচাই বাছাই ও অন্যান্য কার্যাদি যথাযথ ভাবে সমাধান করিবেন।

ধারা নং- (৭) উভয় পরিষদের মেয়াদ কালও কার্য বিধি ঃ-

উপধারাঃ

১) কার্যকরী পরিষদ তার দায়িত্বভার গ্রহন করিবার তারিখ হইতে ০২(দুই) বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত কার্যকাল মেয়াদ বলবৎ থাকিবে।

২) প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যাদি সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য একমাত্র কার্যকরী পরিষদের উপরই দায়িত্ব ভার ন্যস্ত থাকিবে।

৩) প্রত্যেক মাসের শেষে অথবা প্রতি দুই মাস অন্তর সাধারণ সভায় মিলিত হইয়া প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করিয়া কার্যকরী পরিষদ সার্বিক উন্নয়নের কর্মকান্ড সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহিত ও অনুমোদন করিবেন।

৪) উপদেষ্টা পরিষদ কার্যকরী পরিষদের আহবানে সাধারন সভায় ভোট দান করিয়া জটিল সমস্যা সমাধানে সঠিকভাবে সহযোগিতা করিবেন।

৫) পরিষদদ্বয়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর সকল সদস্য এক সাধারন সভার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন গঠন করিবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, নির্বাচন কমিশনের সদস্যগণ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ব্যক্তি হইবেন।

ধারা নং- (৮) নির্বাচন কমিশন ঃ-

উপধারা ঃ-

ক) উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর সকল সদস্য এক সাধারণ সভার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন গঠন করিবেন।

খ) এই কমিশনে মোট ০৬ (ছয়) সদস্য থাকিবেন।

গ) নির্বাচন কমিশনের সদস্যগন নিম্ন বর্ণিত পদ মর্যাদায় বিন্যস্ত হইবে।

১। নির্বাচন কমিশন চেয়ারম্যান	১ জন
২। নির্বাচন কমিশন সদস্য	২ জন
৩। আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান	১ জন
৪। আপিল বোর্ডের সদস্য	২ জন

তারা সবাই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করিবেন।

ধারা নং- (৯) কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব ও কার্যক্ষমতা ঃ-

উপধারা ঃ (১) সভাপতি ঃ-

ক) তিনি হবেন প্রতিষ্ঠানের প্রধান।

খ) সর্ব প্রকার সু-পরামর্শ দিয়া তিনি প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করিবেন।

গ) প্রত্যেক সভায় তিনি সভাপতিত্ব করিয়া সভা পরিচালনা করিবেন।

ঘ) সিদ্ধান্ত গ্রহনের সময় পক্ষে-বিপক্ষে ভোট হলে সভাপতি বিশেষ ক্ষমতা বলে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে একটি কাষ্টিং ভোট দিয়া উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের কাজ ত্বরান্বিত করিতে পারিবেন।

উপধারা- (২) সহ সভাপতি ঃ-

* সভাপতির অনুপস্থিতিতে তাহার সকল দায়িত্ব সহ-সভাপতি পালন করিবেন।

উপধারা- (৩) সাধারণ সম্পাদক ঃ-

ক) প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক যাবতীয় কার্যক্রমে তিনিই প্রধান।

খ) সভাপতির পরামর্শক্রমে তিনি সভা আহবান করিবেন।

গ) বছরান্তে বিগত বৎসরের চুড়ান্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া তাহা তিনি সভায় পেশ করিবেন।

ঘ) প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিয়োগের প্রয়োজন হইলে নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কার্যকরী পরিষদের সম্মতি পূর্বক সাধারণ সম্পাদক নিয়োগ পত্র প্রদান করিতে পারিবেন।

ঙ) প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ব্যয়কৃত টাকা ও তার ভাউচার খরচের সাথে হিসাব মিলাইয়া তাহা মেইন ক্যাশ বহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন।

চ) যে কোন ভুলত্রুটির জন্য কার্যকরী পরিষদের নিকট সাধারণ সম্পাদক দায়বদ্ধ থাকিবেন।

ছ) যাবতীয় খরচের ভাউচার পত্রে সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ যৌথভাবে স্বাক্ষর করিবেন এবং কার্যকরী পরিষদের সাধারণ সভায় তাহা অনুমোদন করাইয়া নিবেন।

জ) জরুরী ভিত্তিতে কোন অতিরিক্ত টাকার কাজ করিতে হইলে কার্যকারী পরিষদের সম্মতিক্রমে করিতে হইবে। তবে পরবর্তীতে উক্ত খরচ সাধারণ সভায় অনুমোদন কাইয়া নিতে হইবে।

ঝ) সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এই ৩ জনের যে কোন দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংকে একটি হিসাব খুলিয়া প্রতিষ্ঠানের টাকা লেনদেন করিবেন এবং এই তিন জনের যে কোন দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হইতে টাকা উত্তোলন করিবেন।

ঞ) তিনি প্রতি বছরান্তে সাধারণ সভায় বাজেট পেশ করিবেন।

উপধারা- (৪) সহ সাধারণ সম্পাক ঃ

ক) সার্বক্ষনিক ভাবে তিনি প্রতিষ্ঠানের আয়- ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষন করিবেন।

খ) তিনি যাবতীয় খরচের বিল সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতির অনুমোদনক্রমে পরিশোধ করিবেন।

গ) হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় খাতাপত্র ও ভাউচার সংরক্ষন করিবেন এবং সাধারণ সম্পাদক দ্বারা ভাউচার স্বাক্ষর করাইবেন।

ঘ) ব্যাংক একাউন্টের সকল প্রকার কাগজপত্র সংরক্ষন করিবেন।

ধারা নং-(১০) সভা আহবানের নিয়মাবলী ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের নীতিমালা ঃ

উপধারা ঃ

(১) **সাধারণ সভা ঃ** এই সভা কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিনের নোটিশের মাধ্যমে আহবান করা যাইবে। তবে ইহাতে সভাপতির সম্মতি থাকিতে হইবে। দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে ইহার কোরাম হইবে।

(২) **কার্যকরী পরিষদ সভা ঃ** কার্যকরী পরিষদ সভা কমপক্ষে ৭ (সাত) দিনের নোটিশে আহবান করা যাইবে। কার্যকরী পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে ইহার কোরাম হইবে।

(৩) জরুরী সভা ঃ

ক) সাধারণত এই সভা ৩ (তিন) দিনের নোটিশে আহবান করা যাইবে। দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে ইহার কোরাম হইবে।

খ) কার্যকরী সভা ২৪ ঘন্টার নোটিশ আহবান করা যাইবে। দুই তৃতীয়াংশের সদস্যের উপস্থিতিতে ইহার কোরাম হইবে।

(৪) মুলতবী সভা ঃ

যদি কোন কারনে সভা চলাকালিন সময়ে, সময়ের স্বল্পতার কারনে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিলে বা কোন আকস্মিক কারনে সভা শেষ হয়ে গেলে বা কোরামের অভাবে সভা অনুষ্ঠিত না হইলে পরবর্তীতে নির্দিষ্ট তারিখে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হইবে। এই সভার জন্য আলাদা কোন নোটিশের প্রয়োজন নাই। মুলতবী সভায় কোরামের প্রয়োজন হয় না।

(৫) তলবী সভা ঃ

যদি কোন কারনে দেখা যায় যে, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ইচ্ছাকৃত ভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ সভা আহবান করেন না, তাহা হইলে সাধারণ পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিতভাবে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের নিকট আবেদন করার পর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সভা আহবান করিতে ব্যর্থ হইলে, আবেদনকারীগণ নিজেরাই সভা আহবান করিতে পারিবেন। এই সভায় কোরাম দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে হইবে এবং তাদের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গন্য হইবে।

ধারা নং- (১১) বাজেট অনুমোদন পদ্ধতি ঃ

উপধারা ঃ-

১) প্রতিবার/প্রতি বৎসর আয়- ব্যয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ হিসাব (বাজেট) সাধারণ সভায় অনুমোদন করাইতে হইবে।

২) সাধারণ সম্পাদক বাৎসরিক বাজেট তৈরী করিয়া তাহা সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন এবং তাহা অনুমোদিত হইলে চুড়ান্ত বলিয়া গন্য হইবে।

ধারা নং- (১২) প্রতিষ্ঠানের ট্রাইবুন্যাল নীতি ও নিয়োগ বিধিঃ

উপধারা ঃ-

১) এতিমাখানায় কর্মরত ব্যক্তি কোন ক্রমেই কার্যকরী পরিষদের সদস্য হইতে পারিবেন না।

২) কার্যকরী পরিষদের প্রত্যেক সদস্যই সমাজ কর্মী ও নৈতিক চরিত্রের অধিকারী এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হইতে হইবে।

৩) সভাপতি, সম্পাদকগন কার্যনির্বাহী কমিটি হিসাবে নিয়োগ বিধির ক্ষমতা বলে যে কোন কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবেন। সাধারণ সভায় ইহা পাস করায়ে নিবেন। তবে কর্মচারী নিয়োগের পূর্বে নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহন করিতে হইবে।

ধারা নং- (১৩) এতিম শিক্ষা বিস্তর নীতি ও বিশেষ প্রকল্প ঃ-

উপধারা ঃ

১) অত্র প্রতিষ্ঠানের এতিমদের শিক্ষার জন্য মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়া তাদের লেখা পড়ার সমুদ্বয় খরচ পত্রাদি এতিমখানা হইতে বহন করা হইবে।

২) এতিমখানার তদারকী শিক্ষক নিয়োগদান ও বেতন নির্ধারনের দায়িত্ব কার্যনির্বাহী কমিটি হিসাবে নিয়োগ বোর্ডের উপরই ন্যস্ত থাকিবে।

৩) মাদ্রাসা চলাকালিন সময় বাইরে এতিমদের লেখাপড়া ও দেখাশুনা এবং সার্বক্ষনিক তদারকীর জন্য চাহিদা মোতাবেক একাধিক শিক্ষক নিয়োগ করা হইবে।

৪) এতিমদের প্রশিক্ষনের জন্য আয় কর্তৃক প্রকল্প হিসাবে বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করিতে হইবে। প্রকল্পের জন্য যথাযোগ্য অর্থ বরাদ্ধ করা হইবে।

ধারা নং- (১৪) এতিমদের ভর্তি নিয়ামাবলী ঃ-

উপধারা ঃ

১) ৫ (পাঁচ) বৎসর বয়স হইতে ৯ (নয়) বৎসর বয়স পর্যন্ত যে কোন এলাকার মুসলিম এতিম বালক/বালিকা এতিম খানার তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হইবে।

২) বিশেষ ক্ষেত্রে যে কোন মুসলিম এতিম বালক/বালিকা যদি ছাত্র হিসাবে মেধাবী হয় তাহাকে কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বয়স সীমা ২ (দুই) বৎসর শিথিল করা যাইবে।

৩) এতিম বালক/বালিকা ১৮ (আঠার) বৎসর পূর্ণাঙ্গ হওয়া পর্যন্ত অথবা স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত এই এতিমখানায় অবস্থান করিবে।

ধারা নং- (১৫) এতিমখানার প্রতিপালন নীতিমালা ঃ

উপধারা ঃ-

১) অত্র প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার পর সকল এতিম বালক/বালিকাকে সর্বাবস্থায় এতিম খানার আইন কানুন মানিয়া চলিতে হইবে।

২) সদস্যদের শৃঙ্খলা নষ্ট হয় এমন কোন কাজই করিতে পারিবেন না। সর্বদা সত্য কথা বলিতে হইবে এবং মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস দূর করিতে হইবে। রীতিমত ৫ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করিতে হইবে।

৩) কোন এতিম বালক/বালিকা এতিমখানার নিয়ম শৃঙ্খলা বহির্ভূত কোন বে-আইনী কর্মকান্ডে জড়িত হইলে প্রয়োজন বোধে কতৃপক্ষ তাহাকে এতিমখানা থেকে বহিষ্কার করিতে পারিবে।

ধারা নং-(১৬) প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব এর নিয়মবালী ঃ

উপধারা ঃ

১) সাধারণ সম্পাদকের সহযোগিতায় কোষাধ্যক্ষ যাবতীয় হিসাব নিকাশের জন্য ভাউচার পত্র ও ক্যাশ বহি যথাযথভাবে সংরক্ষন করিবেন এবং কার্যকরী পরিষদের অনুমোদনক্রমে ক্যাশ বহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন।

২) প্রতি মাসের শেষে মাসিক ষ্টেটমেন্ট তৈরী করিবেন এবং প্রতি ১ মাস অন্তর অথবা প্রতি ৩ মাস অন্তর একবার করে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দ্বারা প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিরীক্ষা করাইবেন।

৩) বছর শেষে বাৎসরিক ষ্টেটমেন্ট তৈরী এবং কার্যকরী কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রতিষ্ঠানের পূর্ববর্তী এক বছরের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ সমাজ সেবা অধিদপ্তর অথবা সমাজ সেবা অধিদপ্তরের মনোনীত কোন প্রতিষ্ঠান দ্বারা অডিট করাইতে হইবে।

ধারা নং- (১৭) গঠনতন্ত্র পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন/ সংশোধন ঃ

কোন কারনে গঠনতন্ত্রের কোন ধারা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও সংশোধন এর প্রয়োজন হইলে সাধারণ সভায় সাধারণ সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যদের অনুমোদনক্রমে রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে। রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ইহা কার্যকর হইবে। এতিমখানা পরিচালনার ক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত আইন অনুসরন করা হইবে।

ধারা নং- (১৮) বিলুপ্তি ঃ

যদি কোন কারনে প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তির প্রশ্ন উঠে তবে পাঁচ ভাগের তিন ভাগ সদস্যের যুক্ত স্বাক্ষরে নির্ধারিত ফরমে রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে। রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন।